বড়কে ছোট করে, ছোটকে বড় করিয়া তোলে। সে আগের জিনিসকে পাছে ও পাছের জিনিসকে আগে সাজাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। বস্তুত, তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়।'

এছাড়াও জীবনচরিতের আর একটি রূপ **দিনপঞ্জী বা কড়চা (Diary)**। কখনো কখনো লেখক সুসংবদ্ধ আত্মচরিত না লিখে তাঁর জীবনের নানা ঘটনা দৈনন্দিন পরিক্রমার আকারে লিপিবদ্ধ করেন। স্যামুয়েল পেপিজ-এর বিখ্যাত *Diary* এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ১৬৬০-এর পয়লা জানুয়ারী থেকে শুরু করে দিনলিপির মতো পেপিজ তাঁর *ডায়েরি* লিখেছিলেন ৩১-শে মে, ১৬৬৯ পর্যন্ত। মোট ছ'টি খণ্ডে ম্যাগডালেনের গ্রন্থাগারে এই *ডায়েরি* রাখা ছিল ; ১৮১৫-তে এর পাঠোদ্ধার করে এই *ডায়েরি* প্রকাশোপযোগী করেন কেমব্রিজের জনৈক ছাত্র জন স্মিথ। যদিও পেপিজের বর্ণময় জীবনের একটি খণ্ডের চিত্র আছে *ডায়েরি*-তে, তবু একান্ত ব্যক্তিগত রচনা হিসেবে এর আকর্ষণ ও সাহিত্য-মূল্য উপেক্ষণীয় নয়। ঠিক এ ধরনের দিনপঞ্জী বা কড়চা বাংলা ভাষায় তেমন নেই। চারুচন্দ্র দত্তের *পুরনো কথা*, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের *পুরাতন প্রসঙ্গ* চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *গদাধর শর্মা ওরফে জটাধারীর রোজনামচা* এবং রবীন্দ্রনাথের *য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি : খসড়া*-র নাম করা যেতে পারে। এ জাতীয় রচনায় দিন, মাস ও বছরের উল্লেখসহ কালানুক্রমিকভাবে প্রাত্যহিক ঘটনা ও অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ থাকে। ব্যক্তিগত দিনলিপির আকারে রচিত হলেও সমসাময়িক সমাজ-পরিবেশের ছাপ পড়ে তাতে। অনেকটা আত্মজীবনীমূলক ও স্বগত আলাপনের ভঙ্গিতে লেখা হয়ে থাকে এইসব দিনপঞ্জী বা কড়চা।

খ্যাতিমান ও কর্মব্যস্ত মানুষেরা দিনলিপি বা ডায়েরিতে লিখে রাখেন তাঁদের প্রাত্যহিক ইতি-কর্তব্য। সাধারণ মানুষ থেকে শিল্পী-সাহিত্যিক অনেকেই ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করে থাকেন তাঁদের নানা টুকরো অভিজ্ঞতা। কখনো কখনো ডায়েরির সেইসব খসড়া থেকে জন্ম নেয় আত্মচরিত বা স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ। তেমনটা হতে গেলে ব্যক্তির দিনলিপিকে ভাষা-শৈলী-উপস্থাপনার গুণে সর্বজনীন ও সুখপাঠ্য হতে হবে। তাতে আরোপিত হতে হবে যথোচিত সাহিত্যমূল্য। যেমন হয়েছিলো হিটলারের নাৎসি বাহিনীর হাতে অত্যাচারিত ছোট মেয়ে *অ্যানা ফ্রাঙ্কের ডায়েরি*। এছাড়া ডায়েরির আঙ্গিকটি গৃহীত হতে পারে গল্প-উপন্যাসে, রহস্য-রোমাঞ্চ-সায়েন্স ফিকসনধর্মী রচনায়। উদাহরণ হিসেবে সত্যজিৎ রায়ের প্রফেসর শঙ্কুর গল্পগুলির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। ডায়েরির প্রায় সমগোত্রীয় লঘুভার পঞ্জীকরণের রীতি জার্নাল। আত্মজৈবনিক রচনায় এ রীতির প্রয়োগ লক্ষণীয়। জেমস বসওয়েলের *Journals* ও শঙ্খ ঘোষের জার্নাল এ-ধরনের আঙ্গিকের নিদর্শনরূপে উল্লেখযোগ্য।

আর এক ধরনের আত্মজীবনীমূলক রচনা **স্মৃতিকথা বা memoir**, যেখানে লেখক তাঁর জীবন ও অভিজ্ঞতার বিবরণ তুলে ধরেন। কখনো দীর্ঘ প্রবন্ধ, আবার কখনো উপন্যাসের বিন্যাসে লেখা হয় 'স্মৃতিকথা', যুদ্ধ-বিগ্রহ কিংবা কোন বিশেষ অভিজ্ঞতাকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে তুলে ধরতে। নেপোলিয়নের *স্মৃতিকথা* এই শ্রেণীর রচনা। এছাড়া বিদ্যাসাগরের *আত্মচরিত* রবীন্দ্রনাথের *জীবনস্মৃতি*, প্রমথ চৌধুরীর *আত্মচরিত*, ভূপেন গাঙ্গুলীর *স্মৃতিকথা* ইত্যাদি *স্মৃতিকথা*-র নিদর্শন হিসেবে নাম করা যেতে পারে। 'স্মৃতিকথামূলক উপন্যাস' বা 'memoir novel' হিসেবে উল্লেখযোগ্য জন ক্লেল্যাণ্ডের *Memoirs of a Woman of Pleasure* এবং থ্যাকারের *The Memoirs of Barry Lyndon.*

২. পত্র বা লিপিসাহিত্য :

এবার আসছি পত্র বা লিপিসাহিত্য প্রসঙ্গে। কোন আত্মীয়, বন্ধু, অনুরাগীর কাছে লেখা সাহিত্যিক সৌন্দর্য ও সুষমামণ্ডিত চিঠিপত্র এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। চিঠিপত্র এখানে নিছক

৪. ব্যক্তির জীবনচিত্র এমনভাবে আঁকতে হবে যাতে পাঠকেরা উৎসাহিত হন। ভালো প্রতিকৃতি-অঙ্কনশিল্পীর সঙ্গে এখানে জীবনীকারের মিল ;

৫. কেন্দ্রীয় চরিত্রের সঙ্গে অন্যান্য চরিত্রের সম্পর্কে, সংঘাত ও সান্নিধ্য যেন বিশ্বাসযোগ্যভাবে চিত্রিত হয় ;

৬. কোনো নীতি বা আদর্শ প্রচারের তাগিদে যেন চরিত্রচিত্রণ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। মহৎ চরিত্রের সৌন্দর্য যেন পাঠককে মুগ্ধ করতে পারে।

কোন বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনকথা অবলম্বনে যেমন জীবনীকার লেখেন জীবনচরিত (biography), তেমনি আবার কেউ নিজেই তাঁর জীবনকাহিনি লিখতে পারেন, যাকে বলা হয় আত্মচরিত (autobiography)। ড. সামুয়েল জনসন মনে করতেন যে, জীবনচরিত আত্মকৃত হলেই ভালো। তবে অনেক সময় লেখক তাঁর নিজের কথা লিখতে গিয়ে সংযম হারিয়ে ফেলেন ; সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে আপন জীবনবৃত্তান্তকে চিত্রিত করতে পারেন না। অকপট ও বস্তুনিষ্ঠ না হয়ে আত্মচরিত হয়ে ওঠে অতিমাত্রায় অহংসর্বস্ব ও আত্মসচেতনতা দোষে দুষ্ট। অন্যদিকে আত্মচরিতকার যদি স্বভাবজাত বিনয় অথবা সলজ্জ কুণ্ঠায় তাঁর জীবনের অনেক অভিজ্ঞতাকে আড়ালে রাখতে সচেষ্ট হন তাহলেও পাঠক সঠিক জীবনবৃত্তান্ত পাঠে বঞ্চিত হবে। আত্মচরিতের প্রাচীন উদাহরণ হিসেবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সন্ত অগাস্টাইনের *Confessions* (আনুমানিক ৪০০ খ্রিস্টাব্দ)। আধুনিক আত্মচরিতরচনার শুরু ফরাসি দার্শনিক রুশোর *Confessions* দিয়ে, অষ্টাদশ শতকের শেষে। এছাড়া নাম করা যেতে পারে—বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের *Autobiography*, গিবনের *Autobiography*, জন স্টুয়ার্ট মিলের *Autobiography*, গান্ধীর *My Experiments with Truth* ইত্যাদির। বাংলায় অনুরূপ রচনা হিসেবে স্মরণীয় নবীনচন্দ্র সেনের *আমার জীবন*, শিবনাথ শাস্ত্রীর *আত্মচরিত*, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *আমার সাহিত্য জীবন* প্রভৃতি। কখনো কখনো আত্মচরিত লেখেন কোন কবি একটি দীর্ঘ কাব্যের রূপে; যেমন ওয়ার্ডসওয়ার্থ লিখেছিলেন *The Prelude*। আবার কখনো উপন্যাসের আদলে লেখক আত্মচরিতকে করে তোলেন বিশেষ উপভোগ্য, যেমন শার্লট ব্রন্টির *Jane Eyre : An Autobiography*। আবার ইংরেজ কবি কোলরিজের *Biographia Literaria* (1817) দু খণ্ডের এক অত্যাশ্চর্য আত্মজৈবনিক রচনা। তথ্যের ভার সরিয়ে রেখে সাহিত্যজীবন, সৃজনরহস্য ও দার্শনিক উপলব্ধির এক আপাত-অগোছালো বিবরণী, যাতে প্রচলিত আত্মজীবনীর সূচারু পূর্ণতা পাওয়া যায় না।

আত্মচরিতে উত্তম পুরুষের বয়ানে চরিতকার নিজেকেই উন্মোচিত করেন। কাজটি আদৌ সহজসাধ্য নয়। নিজের কৃতিত্বের কথা আত্মপ্রশংসার মতো পাঠকের স্বাদগ্রহণের পক্ষে পীড়াদায়ক হয়ে উঠতে পারে। আবার নিজের দোষ-ত্রুটি-ব্যর্থতা অকপটে স্বীকার করার উদার মানসিকতাও সুলভ নয়। এছাড়া অজস্র ঘটনা, নানা চরিত্র, বিচিত্র অভিজ্ঞতাসমূহের মধ্যে থেকে গ্রহণ-বর্জন-বিন্যাস যথাযথ হতে গেলে আত্মজীবনীলেখকের বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা-শিল্পজ্ঞানও যথাযথ হওয়া দরকার। কেবলমাত্র কালানুক্রমিকভাবে সমস্ত ঘটনাকে নথিবদ্ধ করে গেলেই আত্মজীবনী সার্থক হয় না। প্রয়োজনে কালিক পারম্পর্য ভেঙেও চরিতকথাকে প্রাসঙ্গিক ও আকর্ষণীয় মাত্রা দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মস্মৃতিমূলক গ্রন্থ *জীবনস্মৃতি*-তে সেই কথাই বলতে চেয়েছেন—"স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি অনুসারে কত কি বাদ দেয়, কত কি রাখে। কত

চরিত্রকে। আধুনিক জীবনীসাহিত্যের নিদর্শন তাই একে বলা যাবে না। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ পূর্ণায়ত জীবনী রচনায় হাত দেননি ; যদিও রবীন্দ্রনাথের রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত রচনায় এবং বঙ্কিমের লেখা ঈশ্বর গুপ্ত ও দীনবন্ধু মিত্রের জীবনবিষয়ক আলোচনায় জীবনচরিত রচনার বহু মূল্যবান নির্দেশ ছিলো। একালের সাহিত্যিকদের মধ্যে জীবনীরচনায় আগ্রহ দেখিয়েছিলেন মোহিতলাল মজুমদার। তাঁর *বঙ্কিম বরণ* ও *শ্রীমধুসূদন* কাহিনিমূলক জীবনকথা নয়, দুই প্রতিভার ভাবজীবনের আলোচনাই তাতে প্রাধান্য পেয়েছে। মোহিতলালের অপর জীবনচরিত *জয়তু নেতাজী* তেমন উপভোগ্য নয়। ভাবজীবনের সঙ্গে সঙ্গে নেতাজীর কর্মজীবন এখানে গুরুত্ব পায়নি। মোহিতলালের পরই নাম করতে হয় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর। অচিন্ত্যকুমার একজন প্রতিভাবান গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। কথাসাহিত্যের আকর্ষণীয় ঢংয়ে তিনি লিখেছেন তাঁর বিশেষ জনপ্রিয় জীবনীগ্রন্থ *পরম পুরুষ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ*। তবে 'পরমপুরুষ' নিখুঁত জীবনী নয় ; বরং স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত *রামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ* অবলম্বনে রচিত এক সাহিত্যকর্ম হিসেবেই একে গণ্য করতে হবে। পরবর্তীকালে অচিন্ত্যকুমার আরও কয়েকটি জীবনী রচনা করেন, যথা, *বীরেশ্বর বিবেকানন্দ*, *উদ্যত খড়্গ* (নেতাজী জীবনী) ও *জ্যৈষ্ঠের ঝড়* (নজরুল জীবনী)। একই ব্যক্তির জীবন নিয়ে একাধিক জীবনচরিত প্রণীত হয়েছে দেশে বিদেশে। বিবেকানন্দকে নিয়ে অচিন্ত্যকুমারের আগেই লিখেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার *বিবেকানন্দ চরিত*, বিদ্যাসাগরের জীবন নিয়ে লেখা হয়েছিল দুটি বিপুলায়তন জীবনী—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বিদ্যাসাগর চরিত* ও সুবলচন্দ্র মিত্রের *বিদ্যাসাগর*। সাম্প্রতিককালে বিদ্যাসাগর-জীবন অবলম্বনে লিখেছেন নমিতা চক্রবর্তী, সন্তোষকুমার অধিকারী এবং ইন্দ্র মিত্র। রামমোহন চরিত্রটিও বাঙালি লেখকদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের *মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়*-এর পর থেকে অনেকবার রামমোহনকে নিয়ে ছোট-বড় জীবনী লেখা হয়েছে। এগুলির মধ্যে মণি বাগচির *রামমোহন* বিশেষ সুখপাঠ্য। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির এক বর্ণময় ব্যক্তিত্ব মাইকেল মধুসূদন। তাঁকে নিয়ে প্রথম জীবনী লেখেন যোগীন্দ্রনাথ বসু। এছাড়াও লিখেছেন প্রমথনাথ বিশী, শীতাংশু মৈত্র, মণি বাগচি প্রমুখ। আধুনিক বাংলা জীবনী সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা আলোচিত গ্রন্থ নিঃসন্দেহে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বিশাল ও পূর্ণাঙ্গ *রবীন্দ্রজীবনী*। রবীন্দ্রানুরাগী ও গবেষকদের কাছে প্রভাতকুমারের লেখা এই জীবনী এক আকরগ্রন্থ।

মধ্যযুগে চৈতন্যদেব ও তাঁর পার্ষদদের নিয়ে যেসব জীবনীকাব্য রচিত হয়েছিলো সেগুলি কাব্য হিসেবে ঐশ্বর্যমণ্ডিত হলেও পদ্যমাধ্যমে এইসব আখ্যানধর্মী কাব্য মূলত ভক্তিরসাত্মক, মহৎ সন্তজীবনের অলৌকিক মাহাত্ম্যের কীর্তন। *চৈতন্যভাগবত*, *চৈতন্য চরিতামৃত*, *চৈতন্যমঙ্গল*, *গৌরাঙ্গবিজয়* ইত্যাদি জীবনীকাব্যগুলি ততোখানি প্রামাণিক ও ইতিহাসসম্মত নয়, যতোখানি প্রশস্তিমূলক। এগুলিকে আধুনিক জীবনী সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত না করে সন্তজীবনী বা **Hagiography** অভিধায় চিহ্নিত করাই যুক্তিসঙ্গত।

সার্থক জীবনীগ্রন্থের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখনীয় :

১. ব্যক্তিজীবনের কথা সতর্ক তথ্যনিষ্ঠায় লিপিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন ;

২. ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে সমকালীন সমাজ ও ইতিহাসের প্রামাণিক চিত্র তাতে থাকতে হবে;

৩. জীবনী নিছক তথ্য ও ঘটনার কালানুক্রমিক বিবরণ নয়। তাতে কথাসাহিত্যের রস ও উপভোগ্যতা বিশেষভাবে কাম্য।

কিন্তু প্রতিটি কাহিনি ও তথ্যের ভেতর দিয়ে মানুষ জনসনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ যেভাবে তুলে ধরেছেন তাতে বিস্মিত হতে হয়। বসওয়েল যাঁর জীবনি রচনা করেছিলেন সেই স্যামুয়েল জনসন ইংরেজ কবিদের জীবনচরিত লিখেছিলেন। তাঁর সেই বিখ্যাত *The Lives of the Poets*-এ আব্রাহাম কাউলে, ড্রাইডেন, গ্রে প্রমুখ অনেক ইংরেজ কবির জীবনী জনসনের অননুকরণীয় গদ্যভঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে। জনসন জীবনচরিতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—"The business of the biographer is often to pass slightly over those performances and incidents which produce popular greatness, to lead the thoughts into domestic privacies, and display the minute details of daily life, where exterior appendages are cast aside, and men excel each after only by prudence and virtue." অর্থাৎ জীবনচরিত যাঁকে নিয়ে লেখা হবে তাঁর জীবনের আনুপূর্বিক পরিচয় জীবনীকারকে পেতে হবে, এবং তিনি কাহিনি এমনভাবে সাজাবেন যাতে করে মানুষটির জীবনের বাইরের ও ভেতরের চেহারাটি পাঠকের মনের পর্দায় সমানভাবে প্রতিভাত হয়। জীবনচরিত তো সে-কারণেই রসোত্তীর্ণ সাহিত্যসৃষ্টি।

প্রাচীন ধ্রুপদী সাহিত্যে জীবনীসাহিত্যের জনক বলা যেতে পারে প্লুতার্ককে যাঁর সুবিখ্যাত *Lives* গ্রন্থে আছে ছেচল্লিশ জন বরেণ্য গ্রিক ও রোমক পুরুষের জীবনী। অভ্রান্ত তথ্যনিষ্ঠা ও ব্যক্তিত্বের উদ্ভাসে তিনি সৎ ও মহৎ মানুষের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। প্লুতার্কের এই জীবনী গ্রন্থের অনুবাদ এলিজাবেথীয় ইংল্যাণ্ডে সাহিত্যরচনার অন্যতম আকরগ্রন্থরূপে সমাদৃত হয়েছিলো। বিশেষত শেক্‌স্‌পীয়ার তাঁর নাট্যরচনায় ছিলেন প্লুতার্কের কাছে ঋণী।

ভিক্টোরীয় যুগের চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিক কার্লাইল জীবনচরিত লেখক রূপে আমাদের মনোযোগ দাবি করে থাকেন তাঁর *The Life of John Sterling* এবং *Frederick the Great*-এর জন্যে। দ্বিতীয়টি কার্লাইলের প্রচুর শ্রম ও চর্চার ফলশ্রুতি এবং একটি কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্বকে চিত্রিত করার প্রশংসনীয় উদ্যম, যদিও ব্যক্তির চাইতে সমষ্টি ও ইতিহাসই যেন সেখানে বড় হয়ে উঠেছে। আধুনিক জীবনীসাহিত্যে প্রকৃতই সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন লিটন স্ট্র্যাচি, এক নিরাসক্ত, নির্মোহ, পক্ষপাতমুক্ত দৃষ্টিতে বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী রচনার সূচনা করে। তাঁর *Eminent Victorians* ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হলে জীবনী রচনার ধারা গেল পাল্টে। জীবনীকার কেবল সশ্রদ্ধচিত্তে বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের এমন প্রতিকৃতি নির্মাণ করবেন যা উজ্জ্বল, মর্যাদামণ্ডিত ও সমীহ আদায়কারী—স্ট্র্যাচির আবির্ভাবে এই ভিকটোরীয় রক্ষণশীলতা ও অর্ধসত্যচর্চা ভেঙে গেল। ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল, কার্ডিনাল ম্যানিং, টমাস আরনল্ড, জেনারেল গর্ডনের মতো ব্যক্তিবর্গের যে জীবনবৃত্তান্ত, আমরা *Eminent Victorians*-এ পেলাম তা ছিলো আক্রমণাত্মক ও প্রথাবিরোধী জীবনীরচনার প্রথম উদাহরণ। স্ট্র্যাচি মনে করতেন যে জীবনীকার তাঁর বিষয় সম্পর্কে আক্রমণের মেজাজে থাকবেন ('attack his subject in unexpected places') এবং হঠাৎই গোপন ফাঁক-ফোকরে আলো ফেলবেন ('shoot a sudden, revealing searchlight into obscure recesses')। অন্যান্য জীবনীগ্রন্থ যথা *Queen Victoria, Books and Characters ; French and English, Portraits in Miniature* ইত্যাদি স্ট্র্যাচিকে বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ জীবনী রচয়িতার আসনে অভিষিক্ত করেছে।

বাংলা সাহিত্যে জীবনচরিতের বিভাগটি তেমন সমৃদ্ধ নয়। মধ্যযুগীয় চরিত-সাহিত্যের বিপরীতে বাংলা জীবনী রচনাকে নতুন মাত্রা দিতে চেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে। প্রত্ন-ইতিহাস উদ্ধারে যত্নশীল হলেও বঙ্কিম বেছে নিয়েছিলেন দেবতা হিসেবে পূজিত একটি

সত্তাকে শিল্পসম্মতভাবে উদ্‌ঘাটিত করার দায়িত্ব জীবনীকারের। হেমকেথ পিয়ার্সন বলেছেন :

> "Biography is the history of the lives of individual men—a truthful record of an individual and composed as a work of art. It is the narrative from birth to death, of one man's life in its outward manifestations and inward workings."

আঁদ্রে ম্যুরোর ভাষায় জীবনের মধ্যে দিয়ে একটি মানবাত্মার দুঃসাহসিক অভিযানের আলেখ্যই হল প্রকৃত জীবনচরিত—"Biography is that type of writing which reveals, in narrative form, the outer and inner experiences of one personality through another. It is the study and presentment of a human character with its inner conflict of aim and impulse and its outer struggle between circumstance and temperament. In short, it is the faithful portrait of a soul in its adventures through life." ম্যুরোর এই পর্যবেক্ষণটি বিশেষ অর্থবহ ও গভীর। জীবনের নানা ঘটনা ও তথ্যের ওপর ভিত্তি করে মানবাত্মার দুঃসাহসিক অভিযানের আলেখ্য নির্মাণ প্রকৃতই দুরূহ এক সৃজনীকর্ম, বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণ ও শৈল্পিক দক্ষতার সার্থক পরিণয় ব্যতীত যা অসম্ভব। লুই মামফোর্ড তাই বলেছেন—'Biography is both a science and an art.' এ-কাজ ঠিক কতটা কঠিন বোঝা যাবে প্রখ্যাত জীবনীকার এমিল লুডউইগের কথা থেকে—'To re-create by-gone scenes and figures, to re-animate with movement, proportion and climax the stubborn facts of a man's or woman's whole existence, requires a dramatic sense equal if not superior to that of the playwright or a novelist.' অর্থাৎ একজন জীবনীকারকে একাধারে হতে হবে ঔপন্যাসিক, নাট্যকার এবং চিত্রকর ; শুধু জীবনের ঘটনাবলীই নয়, তাঁকে উদ্‌ঘাটিত করতে হবে জীবনরহস্যকেও ; বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের সুসমঞ্জস নির্মাণ, ইতিহাসের শিল্পসম্মত রসায়ন ব্যতিরেকে কোনো জীবনচরিতই সার্থক হতে পারে না।

ব্যক্তিত্বের ইতিহাস জীবনচরিতের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। সে-কারণে তাকে তো তথ্যভূয়িষ্ঠ হতেই হবে। তবে জীবনীকার নিছক তথ্যবেত্তা বা Chronicler নয় ; ব্যক্তিত্বের গভীর অনুশীলনের ছাপ যদি তাঁর লেখায় না থাকে, যদি তিনি একটি চরিত্রে নিজস্ব কল্পনায় রক্তমাংসের সজীবতা আরোপ করতে না পারেন, পাঠক যদি সেই জীবনের গভীরে প্রবেশ করে তার সমগ্র সত্তাকে তার নিজের অনুভবের বলয়ে না আনতে পারেন, তাহলে তাঁর কাজ ব্যর্থতায় পর্যবসিত বলে ধরতে হবে। জীবনচরিতে কাহিনি থাকে, তবে তা কাহিনিসর্বস্ব হতে পারে না, কারণ জীবনের প্রতিকৃতির অন্তরালে জীবনরহস্য বিশ্লেষিত হওয়াটাও জরুরি। কেবলমাত্র ঘটনার সারিবদ্ধ বিন্যাসে জীবনী যে সার্থক রূপ পায় না, সমারসেট মমের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যে তার পরিষ্কার উল্লেখ আছে : "A biography which is merely anecdotal is not biography at all. An anecdote is indispensable, but to have any real biographical value, an anecdote must reveal the true nature of the man."

এই প্রসঙ্গে অবশ্যই মনে পড়ে যায় ইংরেজি ভাষায় লেখা সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনীগ্রন্থ জেমস বসওয়েলের *The Life of Samuel Johnson*-এর কথা। দেশ-কাল নিরপেক্ষভাবে আদর্শ জীবনীকার বসওয়েল জনসনের জীবনের, বিশেষ করে তাঁর শেষ কুড়ি বছরের, যে জীবন্ত ছবি তুলে ধরেছেন তা অবিশ্বাস্য। বসওয়েল-কৃত জীবনচরিত কাহিনিমূলক এবং তথ্যবহুল,

॥ বিবিধ গদ্য সাহিত্য॥

পুর্ববর্তী অধ্যায়ে প্রবন্ধ, রম্যরচনা ও সমালোচনা সাহিত্য বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। এগুলি ছাড়াও গদ্যসাহিত্যের কয়েকটি জনপ্রিয় শাখা সম্পর্কে দু-চার কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। জীবনীসাহিত্য, ভ্রমণসাহিত্য, লিপিসাহিত্য, স্মৃতিকথা, কড়চা বা দিনপঞ্জী ইত্যাদি নিয়ে কিছু আলোচনা না করলে গদ্য-সাহিত্য-পরিক্রমা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

জীবনী সাহিত্য :

প্রথমেই জীবনী-সাহিত্য প্রসঙ্গে আসি। জীবনী বা Biography বলতে সাধারণভাবে আমরা কোনো ব্যক্তিবিশেষের জীবনবৃত্তান্তকে সুবিন্যস্তভাবে লিপিবদ্ধ করা ও তার চরিত্রের বিশ্লেষণ, এই বুঝে থাকি। আর একটু সঠিকভাবে বলতে গেলে, জীবনচরিতে বাইরের ঘটনাবলীর বিশ্বাসযোগ্য চিত্রণের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্জীবনের দ্বন্দ্বমুখরতার প্রতিফলন থাকবে, থাকবে মানসিকতার বিশ্লেষণ ; আবার একটি ব্যক্তিজীবনকে তার সময় ও যুগের প্রেক্ষিতে স্থাপন করে ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির তথা পারিপার্শ্বিকের সম্পর্কও যথাযথভাবে উন্মোচন করতে হবে। তথ্যভূয়িষ্ঠ হওয়া ছাড়াও জীবনচরিতের উত্তরণ ঘটা প্রয়োজন সাহিত্যের রসলোকে।

কোনো ব্যক্তিবিশেষের জীবনের আদ্যোপান্ত যাবতীয় ঘটনা ও তথ্য স্তূপীকৃত করলেই জীবনচরিত হয় না। লিটন স্ট্র্যাচি তাই ঠাট্টা করে বলেছেন—'A mass of notes and documents is no more a biography than a mountain of eggs an omelette.' জীবনীকার এমনভাবে তথ্য সংগ্রহ করবেন ও এমনভাবে তা বিচার, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করবেন যে, মানুষটির অন্তর পুরুষটির যেন একটি বিশ্বস্ত ও রসগ্রাহী ছবি ফুটে ওঠে। ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের দৃষ্টিতে জীবনী নিছক ব্যক্তিজীবনের ইতিহাস নয়—"Biography is not only history. It can also be good literature. And in some cases it can even rank with creative literature". জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের বাইরের ও ভেতরের সমগ্র